শিক্ষা সমাজ দেশ

অপরাধের সুষ্ঠু বিচার কে না চায়!

– ড. হাসনান আহমেদ

ছোটবেলায় সম্ভবত প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষক আমাদের পড়িয়েছিলেন, 'সদা সত্য কথা বলিবে'। উপর ক্লাসে উঠে আরো শিখেছিলাম, 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত কোরো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না'। যত বয়স হচ্ছে, শেখা কথাগুলোর সাথে এদেশের বাস্তবতা ও সমাজের মানুষের কথার সাথে মিল দেখছি না; বিশেষ করে রাজনীতিকদের কথা ও কাজের সাথে তো বটেই। মাঝে-মধ্যে সংশয় জাগে বইয়ে পড়া কথাগুলো কি আমাদের ভুল শেখানো হয়েছিল, যা বাস্তবে ব্যবহার করতে গেলে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়?

পতিত সরকারের সময়ে এ কলামে সত্য লিখতে গিয়ে এক-চোখা অনেকেই আমাকে 'বিরুদ্ধ দলের চামচা' বলতেও দ্বিধা করেননি। ধন্যবাদ দিই পত্রিকা অফিসকে, আমার সত্য কথাগুলো বাদ না দিয়ে ছাপাতেন। পাঠকসমাজ আমাকে দলকানা হতে কোনোদিন দেখেননি, এটা আমার স্বভাব। এখন তো নির্দলীয় অন্তবর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। অতীতের লেখা কথা কিছুটা চর্বিত চর্বণ করি; সেই সাথে এদেশের নিখাদ বাস্তবতার কিছু বর্ণনাও দিই, সাধারণ নাগরিক হিসেবে কথা বলার অধিকার আমাদের তো আছেই। ভবিষ্যতে কোন দল এসে ক্ষমতায় বসে, আমার জানা নেই। তাদের সব কাজের সাথে একমত হব না; আমি নিশ্চিত। ফলে ফুটবলের মতো দুই বিপরীত গোলপোস্টের দিকে আমাকে সবাই ঠেলে দেয়। আবার তো সেই অতীত অভিধা কপালে জুটবে। এদেশের রাজনীতির পরিবেশ কেন জানিনা, বইয়ে পড়া নীতিকথার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে। রাজনীতিতে নীতিকথা, দেশপ্রেম, সমাজসেবা, জনসেবা, সুশিক্ষা, মানবতাবোধ, লোকলজ্জা ইত্যাদির কোনো চিহ্ন নেই। এদেশের রাজনীতি মানে জলজ্যান্ত মিথ্যার বেসাতি; যেমন– একটা উদাহরণ 'গায়েবি মামলা'। এ জীবনে যে ভাঁওতাবাজির আর কত কিছু দেখতে হবে! এমনই শত শত আজব কাণ্ড এদেশের 'চির-মহান' রাজনীতিকদের বদৌলতে হজম করতে হচ্ছে। কেউ কম, কেউ বেশি, কেউবা অত্যধিক বেশি। সামাজিক এ অবক্ষয়, দুর্নমিত যথেচ্ছাচার ও দুর্দমনীয় অনাচার শুধু নির্বাচন সুষ্ঠু করে এ অধঃপতন থেকে দেশকে রক্ষা করা যাবে না। জনগোষ্ঠীকে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে; আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মতলববাজ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে। সে কারণেই গত লেখার শিরোনাম দিয়েছিলাম 'আগে প্রয়োজন রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কার'।

কয়েক বছর ধরে ও এখনও লেখাতে যে অভিযোগগুলো করে চলেছি, সেগুলো হলো: ব্যাপক দুর্নীতি ও লুটপাট, দিনে দুপুরে ডাকাতি, বেপরোয়া মিথ্যাচার, গৃহপালিত চাটুকার সংবাদ মাধ্যম ব্যবহার করে ভিন্নমতাবলম্বী হাজার হাজার সম্মানীত মানুষের মনগড়া দুর্নাম রটিয়ে জনসমক্ষে বেআবরু করে দেওয়া (যেমন– জনাব ফরহাদ মজহারের ঘটনা), ব্যাংকের অর্থ লোপাট, প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ, গায়েবি মামলা (নতুন আবিষ্কার), প্রকাশ্যে কিংবা রাতের অন্ধকারে গণহত্যা ও ভূয়া আত্মপক্ষ সমর্থন (যেমন– মরেনি, ওরা রং মেখে শুয়ে ছিল, মৌলভি-মাওলানারা আগুন দিয়ে বায়তুল মোকাররমের কুরআন ও হাদিস পুড়িয়ে দিয়েছে), নিজের বাহিনী দিয়ে মিছিলে গুলি চালিয়ে হত্যা করে মিছিলে অন্তর্দ্বন্দ্বের গোলাগুলিতে মারা গেছে বলে উলটো তাদের শত শত নামসহ অজ্ঞাত নামে খুনের মামলা দায়ের করে মিছিলকারীদের ঘরছাড়া ও কেস-বাণিজ্য করা, যাকে-তাকে ভূয়া মামলায় আটক, দেশব্যাপী প্রতিটা অফিস-সেক্টর-বিভাগে খোলা দুর্নীতি, মেগা দুর্নীতি, কাঁড়ি কাঁড়ি অবৈধ টাকা বিদেশে পাচারে সহযোগিতা, জনগোষ্ঠীর সুপরিকল্পিত বিভাজন, শিক্ষার মানহীনতা, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌত্বের নিয়ন্ত্রণ অন্য অদৃশ্য শক্তির হাতে তুলে দেওয়া, এদেশে মানুষ হারালে পার্শ্ববর্তী দেশে খুঁজে পাওয়া (যেমন- সুখরঞ্জন বালিসহ অনেকে, এর ভিতরেও হৃদয়-কাঁপানো কথা আছে, কারণ আছে), রাজনৈতিক কারণে মানুষ হত্যা-গুম, পঁচাত্তরের আগে রক্ষিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মতো বিনা বিচারে মানুষ হত্যার (আমাদের নিজ চোখে দেখা) আদলে বিগত ১৫ বছর ধরে অগণিত আয়নাঘরের লোমহর্ষক নির্যাতন, গুম ও ক্রসফায়ার, দেশব্যাপী নৈরাজ্য ও অরাজকতা;

দেশব্যাপী রামদা, কিরিচ, চাপাতিসহ সর্টগান, বিভলবারধারী মস্তান পোষা ও ইচ্ছেমত যার-তার ওপর লেলিয়ে দেওয়া; নিজের লোক দিয়ে বসতবাড়ি, যানবাহন, মন্দির, শহিদমিনার প্রভৃতিতে আগুন লাগিয়ে বা ভাংচুর করে বিপক্ষীয় দলের ওপর দোষ চাপানোর অপকৌশল (বিরুদ্ধ দলও যে ধোয়া তুলসীপাতা নয়, তাও জানি), বিডিআর বিদ্রোহের নামে সেনাবাহিনীর অসংখ্য চৌকস অফিসার নিধন, নেতা-নেত্রীদের হাজার হাজার কোটি টাকার ঘুষ-বাণিজ্য, সাম্প্রতিক গণহত্যাসহ ২০১৩ সালে সংঘটিত রাতের আধারে শাপলা চত্বরের গণহত্যা। ক'টার কথা বলবো। এ এক আরব্য রজনীর কেচ্ছা। বলে এর কোনো শেষ নেই। আমার শুধু খোলা মাঠের মধ্যে গিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে করে: 'কত রঙের পিরীতি তুমি জানো রে বন্ধু, কত রঙের...'। 'বন্ধু' বলছি এই কারণে যে, স্বাধীনতার আগে এদের বন্ধু ছিলাম, মিছিলে যেতাম, তাদের আশাজাগানিয়া কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম ও বিশ্বাস করতাম। স্বাধীনতার পর পরই সব আশা ভেস্তে গেল; অন্য কোনো দলে যোগ দিতে পারিনি। হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছি। ভাগ্যিস এদেশের ছাত্র-জনতা 'এই মগের মুল্লুক'কে আমার জীবদ্দশায় আবার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন বাংলাদেশ নামের সার্বভৌম দেশে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে এবং আমি আবার আশাবাদি হয়ে উঠেছি।

এদেশের সাধারণ মানুষ দলমত নির্বিষেশে এসব দেশ-বিধ্বংসী অপকর্মের সুষ্ঠু বিচার চায়। জামাই আদরে ক্যান্টনমেন্ট কিংবা গোপন কোথাও লুকিয়ে রাখলে চলবে না। তাদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। প্রত্যেক অন্যায়কারী, খুনি, অপরাধীকে দ্রুত গ্রেফতার দেখাতে হবে। যথাযথ আদালতে দ্রুত সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচার হতে হবে। এসব দেখার জন্য এদেশের কোটি কোটি ছাত্র-জনতা, ভুক্তভোগী বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আরও অনেক কাজ আছে। সেগুলোও করার পরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। সে-কাজ বেশ কষ্টকর, সময়সাপেক্ষ এবং এখনও অনেক দেরি। আমি এ আন্দোলনকে ছাত্র-জনতার 'গণবিপ্লব' বলে অভিহিত করি। গত লেখাতেও তা-ই বলেছিলাম। আইনের কোনো ধারা-উপধারা খোঁজার আগ্রহ আমার কম। গণভোটের আয়োজন করে সংবিধান পরিবর্তন সময়ের দাবি।

এতক্ষণ প্রথম করণীয় কথা বললাম। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। আমি একজন সাধারণ মাস্টারসাহেব। আমি কোনো সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের স্ট্যাটিজিক পরিকল্পনা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় পারদর্শী একজন পেশাদার ম্যানেজমেন্ট একাউনটেন্টও বটে, এক পা কবরে। সে-সাথে এদেশের একজন সাধারণ নাগরিক। এদেশের জনসাধারণের টাকায় লেখাপড়া করেছি। জনসাধারণের পক্ষে নিজের মনের কথা প্রকাশের অধিকার আমার আছে। সে অধিকার নিয়েই আরো কিছু কথা বলতে হবে। আমি কোনো দলভুক্ত নই। শিক্ষকতা পেশায় এটা মানাই না।

একটা সৃষ্টিদর্শন তত্ত্ব বলি। মানুষ যত্ন করে উদ্ভিদজগৎ টিকিয়ে রেখেছে নিজস্বার্থে– অক্সিজেন, ফল ও কাঠ পাওয়ার জন্য। অক্সিজেন ও ফল না পেলে জীব বাঁচবে কীভাবে! উদ্ভিদজগৎও নিজে টিকে থাকার জন্য মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছে প্রতিদানে ক্ষুধা মেটানোর সুধা দিয়ে। একে বলে পারস্পরিক টিকে থাকা। উইন-উইন সহাবস্থান, গুড়তত্ত্ব। এটা সৃষ্টির পজিটিভ দিক। এ তত্ত্ব ব্যবহারের নেগেটিভ দিকও আছে। পতিত সরকার এ তত্ত্বের নেগেটিভ দিকের আবিষ্কারক। সরকারের প্রতিটা বিভাগ, প্রতিটা পেশার কিছু চিহ্নিত দলবাজ লোক, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, কোনো নির্দিষ্ট জেলাবাসী, পুলিশ বিভাগসহ অগণিত বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সংস্থা, কর্পোরেশন, দপ্তর-পরিদপ্তরে কর্মরত অসংখ্য 'মানব-আপদ', গ্রাম-গঞ্জের সুবিধাবাদী জনগোষ্ঠীর একটা অংশ, এই একটা ডকট্রিনের ওপর ভিত্তি করে এই পনেরো বছর চলেছে– 'যত পারিস দেশ লুটেপুটে খা, শুধু আমার টিকিয়ে রাখার কাজে মত্ত হ, আমার নামে জয়-কীর্তন গা, বেগতিক দেখলে পালিয়ে যা– কোনো বাধা নেই, আজীবন তোদের বাঁচানোর চেষ্টা করে যাবো, তুইও টিকে থাক, আমাকেও টিকিয়ে রাখ।' একই তত্ত্বের ভিত্তিতে বেনজির গং, ছাগলকাণ্ডের মতিউর রহমান গং, এমপি আনার গংয়ের মতো শত শত গং এদেশে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলের তল্পিবাহক হয়ে বিশাল অবৈধ ধন-সম্পদের মালিক হয়েছে। পতিত সরকারের নিজের গোষ্ঠীর লোকজনও চৌদ্দপুরুষ চলার মতো কামিয়েছে। পতিত সরকারকেও এরা এতদিন টিকিয়ে রেখেছিল। 'উন্নয়নের গণতন্ত্র' উপহার দিয়েছিল কমপক্ষে

পনেরো লক্ষ কোটি টাকা বিদেশী ঋণের বিনিময়ে। পতিত সরকার প্রধানের নিজের মুখে শুনেছি, তার পিয়নের চার'শ কোটি টাকার মালিক হবার গল্প।

প্রথমেই বিচার বিভাগকে পুনর্গঠন করতে হবে। বিচারক নিয়োগ নীতিমালা পরিবর্তন করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলপুষ্ট বিচার বিভাগের কর্মকর্তা, দলবাজ-দুর্নীতিবাজ আইনজীবী যেন বিচার বিভাগের বিচারক হিসেবে কোনোভাবে ঢুকতে না পারে। পেশাব দিয়ে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে পুত-পবিত্র করার চেষ্টা করাটা কাজের কাজ হয় না। এদেশের পতিত সরকার বিচার বিভাগকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। বিচার বিভাগের প্রতিটা চেয়ার-টেবিল, ইট, পদ-পদবি অবৈধ টাকা অবাধে খাওয়ার জন্য বসে থাকতো। বর্তমান মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও সরকারকে বিষয়গুলো দেখার অনুরোধ করছি। পুলিশ বিভাগের শুধু পুনর্গঠন নয়, খোল-নলচে বদলের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাহী বিভাগসহ সকল বিভাগ এই পনেরো বছর ধরে শুধুমাত্র দলীয় বিবেচনায় ও আনুগত্য দেখে সাজানো হয়েছে। এর মূলোৎপাটন করতে হবে। 'আয়নাঘর', খুন, ক্রসফায়ার, গুমের সাথে জড়িত ও হুকুমদাতাসহ প্রতিটা বিভাগের জড়িত কর্মকর্তাদের প্রথমেই আটক করতে হবে। অতপর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যতদূর মনে পড়ে ১৯৭৫ পট পরিবর্তনের পর খুন ও গুমের কোনো তালিকা তৈরি হয়নি। এবার কিন্তু খুন, গুম ও বিচার-বহির্ভুত হত্যাকাণ্ডের তালিকা তৈরি করতেই হবে; ২০১৩ সালের গণহত্যার তালিকাও তৈরি করতে হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হবে। জাতিসংঘের তদন্ত টিম আসবে শুনলাম। শুধু শেখ হাসিনা ওয়াজেদের বিচার করলে হবে না। তার কুলগোষ্ঠীসহ, বালবাচ্চা, সাঙ্গোপাঙ্গ ও অনুচর-সহচর মিলিয়ে বিশাল অপরাধবাহিনীর অপরাধের বিচার এদেশের বিশেষ আদালতে করতে হবে। বিদেশে পালিয়ে যাওয়া অনুচরদের পাচারকৃত টাকাসহ ফেরত আনতে হবে।

পতিত সরকার স্বাধীনতার পর থেকেই কয়েকটা কার্ড পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করে আসছে। সবই আমার নিজ চোখে দেখা। এখনও প্রত্যেক সংকটময় মূহুর্তে তারা এ কার্ডগুলো ব্যবহার করে। এবারও কয়েকটা কার্ড ব্যবহার করেও সফল হয়নি। তারা চতুর বানরের মতো নিজে দই খেয়ে ধাড়ি-ছাগলের মুখে হাত মুছে দেয়, যাতে যত দোষ ধাড়ি-ছাগলের ওপর বর্তায়। নিজেদের লোক দিয়ে গাড়ি পোড়াবে, বিল্ডিংয়ে আগুন দেবে, পূজার মূর্তি ভাঙবে, শহিদমিনার ভাঙবে, হিন্দুদের সম্পদ ও জমি দখল করে ভারতে তাড়াবে; দোষ চাপাবে বিরোধী পক্ষের ও জামাতিদের ঘাড়ে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে সংখ্যালঘু নির্যাতন কার্ড। এতে তারা বারবার সফল হয়। সংখ্যালঘুরাও ট্রেইনিংপ্রাপ্ত। তারা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে ব্যবহৃত হতে জানে। তারা কখনোই এদেশের নাগরিক অধিকার দাবি করতে চায় না, যদিও আমরা তাদের নাগরিক অধিকার দিতে চাই। আরেকটা হচ্ছে পাইকারি হারে 'রাজাকার' বলার প্রচলন এবং কথায় কথায় পাকিস্তানে চলে যাবার নুসকা বাতলানো। সব গোলোযোগেই পাকিস্তানের সংশ্লিষ্টতার গন্ধ খোঁজা। এ গণআন্দোলনেও প্রথম দিকে আমেরিকাকে দোষারোপ করলেও ক্রমশ পাকিস্তানকে দোষারোপের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। শেষটা হলো 'জঙ্গি দমন' কার্ড। পতিত সরকারের লোকজন ছাড়া যেন সবাই জঙ্গি। কখনো কখনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে রিহার্সলের ছলে জঙ্গি নাটক মঞ্চস্থ করার কথাও শোনা গেছে। বিদেশীদের বুঝ দেওয়ার জন্য এ কার্ডটা বড়ই ধন্বন্তরি ওষুধ।

এবারের কাজ আগে অপরাধীদের ন্যায্য বিচার, তারপর নষ্ট-পচা ও বিষাক্ত সবকিছুকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া, আবার নতুন করে সুশিক্ষিত মানুষ, সমাজ ও দেশ গড়া। 'ওগো সাথী এখনো পথ বহুদূর যেতে হবে, ধূ-ধূ মরুময় মাঠ, প্রখর সূর্য পেরিয়ে তারপর সবুজের ছায়া, বনাঞ্চল'।

(২১ আগস্ট ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ